সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী
নির্বাহী সম্পাদক
মোহসিউল আদনান
প্রধান প্রতিবেদক
গোলাম মোর্তোজা
প্রতিবেদক
জয়ন্ত আচার্য
সাইফুল হাসান, বদরুদ্দোজা বাবু
সহযোগী প্রতিবেদক
বদরুল আলম নাবিল
আসাদুর রহমান, রুহুল তাপস
প্রদায়ক
জসিম মল্লিক
প্রধান আলোকচিত্রী
ডেভিড বারিকদার
আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন
নিয়মিত লেখক
আসজাদুল কিবরিয়া, নাসিম আহমেদ
সুমী শাহাবুদ্দিন, জুটন চৌধুরী
ফাহিম হুসাইন
চট্টগ্রাম প্রতিনিধি
সুমি খান
যশোর প্রতিনিধি
মামুন রহমান
সিলেট প্রতিনিধি
নিজামুল হক বিপুল
বিশেষ বিদেশ প্রতিনিধি
মিজানুর রহমান খান
হলিউড প্রতিনিধি
মুনাওয়ার হুসাইন পিয়াল
জার্মানি প্রতিনিধি
সরাফউদ্দিন আহমেদ
নিউইয়র্ক প্রতিনিধি
আকবর হায়দার কিরণ
কম্পিউটার গ্রাফিক্স প্রধান
নূরুল কবীর
প্রযুক্তি উপদেষ্টা
শাহরিয়ার ইকবাল রাজ
শিল্প নির্দেশক
কনক আদিত্য
কর্মাধ্যক্ষ
শামসুল আলম

যোগাযোগ
৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
পিএবিএক্স ঃ **৯৩৫০৯৫১ - ৩**
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন ঃ **৯৩৪৯৪৫৯**
ফ্যাক্স ঃ **৯৩৫০৯৫৪**
চট্টগ্রাম অফিস : ১৪/ক, এসি দত্ত লেন, পাথরঘাটা, চট্টগ্রাম ৪০০০
ইমেল ঃ info@shaptahik2000.com

দাম ঃ ১৫ টাকা

মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০-এর পক্ষে **মাহফুজ আনাম** কর্তৃক প্রকাশিত ও **ট্রান্সক্রাফট লিঃ**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

www.shaptahik2000.com

সম্পাদকীয়

দ্রব্যমূল্য বাড়ছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য মধ্যবিত্তের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। জোট সরকার বন্যার ওপর দায়ভার চাপিয়ে বাঁচার চেষ্টা করছে। বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেছেন, তরকারির মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে বন্যার কারণে। সরকারের কিছু করার নেই। মন্ত্রীর মুখে দায়িত্বজ্ঞানহীন এমন উক্তি শুনে হতচকিত হয়েছে দেশবাসী। শুধু দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখাই সরকারের দায়িত্ব নয়, ক্রেতাস্বার্থ রক্ষা করাও তাদের কর্তব্য। এ দায়িত্ব পালনেও বিগত সরকারের মতো জোট সরকার উদাসীন।

মাঝারি ধরনের বন্যা এদেশে প্রায় মৌসুমেই হয়। '৯৮ সালে দেশে স্মরণাতীতকালের ভয়াবহ বন্যা হয়েছে। তারপরও দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল ছিল। চালের মূল্য ছিল মানুষের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে। অথচ জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই দ্রব্যমূল্য বাড়তে থাকে। অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমানের বাজেট উত্থাপনের পর দ্রব্যমূল্য হু হু করে বাড়ে। কনজ্যুমার এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ বাজেটের পর দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির ওপর জরিপ পরিচালনা করে। এ জরিপ থেকে দেখা যায়, শুধু বাজেট ঘোষণার পর দ্রব্যমূল্য ৬ শতাংশ বেড়েছে। বাজারে এখন একটু ভালো চালের কেজি বিশ টাকা। সয়াবিন তেল ৪৪ টাকা। মসুরির ডাল ৪০ টাকা। গত বছর একই সময় থেকে দ্রব্যমূল্য বেড়েছে প্রায় ২৫ থেকে ৪০ শতাংশ।

নির্বাচনের পূর্বে জোট সরকার এদেশের মানুষকে সমৃদ্ধ একটি দেশ উপহার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলো। প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে ভাষণে গুরুত্ব দিয়েছেন আইনশৃঙ্খলার উন্নতির। দুর্নীতি দমনের। প্রশাসনে দলীয়করণ না করার। জাতীয় নেতাদের প্রতি পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন। সর্বোপরি দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখার, যাতে মেহনতি মানুষের কষ্ট না হয়। বাস্তব হয়ে উঠেছে বড় নির্মম। দেশ চলছে উল্টো দিকে। আইনশৃঙ্খলার দারুণ অবনতি হয়েছে। খুন হয়ে উঠেছে স্বাভাবিক ঘটনা। বেড়েছে চাঁদাবাজি। অপহরণের ভয়ে ভীত হয়ে পড়ছে স্কুলগামী ছাত্রদের অভিভাবকেরা। প্রশাসনে দলীয়করণ রেকর্ড ছাড়িয়েছে। নৌপরিবহন মন্ত্রীর দুর্নীতির অভিযোগ এনে ডেনিস এ্যাম্বাসি সাহায্য প্রত্যাহারের পর সরকার জড়িয়ে পড়েছে গম কেলেঙ্কারিতে। বাজারে এখন এক কেজি কাঁচা মরিচের মূল্য ৮০ টাকা থেকে ১০০ টাকা। মরিচের দামের এ ঝাল সহ্য করবে কে?

জনগণের জীবনের হতশ্রী অবস্থা জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রীকে স্পর্শ করছে না বলে দৃশ্যত মনে হচ্ছে। তার মুখে জনসমস্যা নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য নেই।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধিই এদেশে একমাত্র সমস্যা নয়। ক্রেতাস্বার্থ এখানে ভূলুণ্ঠিত। নিম্নমানের, ভেজাল পণ্যে ছেয়ে গেছে বাজার। অদৃশ্য কারণে এ পণ্য পায় বিএসটিআই অনুমোদন। ক্রেতাস্বার্থ ও অধিকার রক্ষার কোনো আইন কার্যকর হচ্ছে না।

এক তৃতীয়াংশ আসন পেয়ে জোট সরকার ক্ষমতায় এসেছে। তাদের কাছে জনগণের আকাঙ্ক্ষা অনেক। এ আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে তাদের আরো আন্তরিক হতে হবে। বাজারে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখতে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। ক্রেতাস্বার্থ রক্ষার আইনকে কার্যকর করতে হবে।